সদ্যোজাতর স্তনদুগ্ধ অথবা ডাইনির দুধ

ভবানী প্রসাদ সাহু

গত ১০ এপ্রিল ২০০৫ আসানসোলের ৩ নং মহিশীলা কলোনির বাসিন্দা সাগর হালদারের স্ত্রী কৃষ্ণা হালদার এক কন্যা প্রসব করেন। এই সদ্যোজাত শিশুকন্যার স্তন ছিল দুগ্ধপূর্ণ। অদ্ভুত এই ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, স্থানীয় মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ওঠে, অনেকে 'ডাইনি' বা 'অমঙ্গল' আখ্যা দিয়ে ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে তুলতে চায়। কেন এমন ঘটলো তার বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুক্তিবাদী চিকিৎসক ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু।

আসানসোলে নবজাতিকা শিশুকন্যাটির স্তন থেকে নাকি মায়েদের মতো দুধ নিঃসরণ হচ্ছে। বর্ধমানের 'সংবাদ দৈনিক ' পত্রিকায় গত ১৫ এপ্রিল এ নিয়ে একটি সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এলাকায় রীতিমত বিস্ময় আর কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে বলে ঐ সংবাদে জানা যায়।

বিস্ময় বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয় ; যে দুধের-শিশুর নিজেরই মায়ের দুধ খাওয়ার কথা, তারই খুদে স্তন থেকে যদি দুধ বেরোতে থাকে তাহলে সাধারণ-বুদ্ধির মানুষ তো চমকে উঠবেই , এবং এমন অস্বাভাবিক ঘটনার বিচিত্র ব্যাখ্যাও দেওয়া হবে। যেমন অতীতে হত ইওরোপে, হয়তো বা এখনো হয়, যেখানে এরকম নবজাতিকার স্তনদুগ্ধকে ডাইনির দুধ বা witch's milk নামে অভিহিত করা হত। . . . এখন আমরা জানি 'ডাইনি' বলে আসলে কিছু হয় না, ডাইনি বানানো হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তাই সদ্যোজাতর স্তনদুগ্ধ নিঃসরণের সঙ্গে ডাইনির সম্পর্ক টানা নিছক ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়।

এরকম ঘটনা বিরল হলেও অসম্ভব কিছু নয়। প্রোল্যাক্টিন নামের এক হরমোনের কারণে এটি ঘটে। আমাদের মস্তিষ্কে থাকে পিটুইটারি গ্রন্থি। এর থেকে শরীরের নানাবিধ কাজের জন্য বেশ কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের নিঃসরণ ঘটে। যেমন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (টি এইচ এস), প্রোল্যাকটিন বা ল্যাকটোজেনিক হরমোন -- ম্যামোট্রফিক হরমোন-ও একে বলা হয়। এই হরমোন মাতৃস্তনের দুগ্ধ নিঃসরণে সাহায্য করে , কিন্তু গর্ভপুষ্প বা প্ল্যাসেন্টা থেকে যে গোনাডোট্রফিক হরমোন বেরোয় সেটি প্রোল্যাকটিনের কাজকে প্রতিহত করে। এই গর্ভপুষ্পের মাধ্যমে, সন্তান তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে, মাতৃগর্ভে মায়ের জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত থাকে - গর্ভস্থ শিশুর নাভি ও এই গর্ভপুষ্পের সংযোগ রক্ষা করে নাভিরজ্জু বা অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ড। গর্ভাবস্থায় গোনাডোট্রফিক হরমোন নিঃসরণের কারণে মায়ের শরীরে প্রোল্যাকট্রিন থাকা সত্বেও তা সক্রিয় হয় না। ফলে গর্ভবতী মায়ের স্তন থেকে দুগ্ধ নিঃসরণও হয় না। কিন্তু প্রসবের পরপরই যখন গর্ভপুষ্প বা প্ল্যাসেন্টাও জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসে, তখন ওই হরমোন (গোনা.) আর বেরোয় না। তখন প্রোল্যাকটিন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সন্তান প্রসবের অল্প কিছু পরেই মায়ের স্তন থেকে দুধ বেরোতে থাকে যা নবজাতকের প্রথম ও একমাত্র খাদ্য।

গর্ভাবস্থায় মায়ের রক্ত আর রক্তরস গর্ভপুষ্প ও নাভিরজ্জু বেয়ে গর্ভের ভ্রূণের ভেতর আসে, তা থেকে শিশুর বৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘটে ; এই রক্তরসের সঙ্গে আবার অন্যান্য কিছু রাসায়নিক পদার্থও আসে, যেমন নানাবিধ হরমোন। কিন্তু এইসব হরমোন শিশুর শরীরে যায় অত্যন্ত সীমিত মাত্রায়, ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। তবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন ওই আসানসোলের শিশুর ক্ষেত্রে ঘটেছে। মায়ের শরীর থেকে মাত্রাতিরিক্ত প্রোল্যাকটিন হরমোন নবজাতিকার দেহে চলে আসায়, এর প্রভাবে শিশুর স্তনের কিছুটা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে এবং জন্মের পর থেকে কম-বেশি দুগ্ধ নিঃসরণ ঘটেছে। বাচচাটির শরীরে তো গর্ভপুষ্প নেই যে তার থেকে বেরোনো গোনাডোট্রফিক হরমোন এই প্রোল্যাকটিনের কাজকে বাধা দেবে। ফলে অমন চাঞ্চল্যকর কান্ড। তবে ঘটনা হল, মায়ের থেকে পাওয়া এই প্রোল্যাকটিনের পরিমাণ ক্রমে কমতে থাকে, শিশুর প্রস্রাবের সঙ্গেও কিছু বেরিয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে নবজাতর স্তন স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে, আর দুধ বেরনোও কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যায়। যদি কখনো আদৌ দুগ্ধ নিঃসরণ বন্ধ না হয় তাহলে শিশুর পিটুইটারি গ্রন্থির কোনো গন্ডগোলের কথা ভাবতে হবে ; অবশ্য এরকম সম্ভাবনা প্রায় থাকেনা বললেই চলে। কাজেই, নবজাতিকার ওই স্তনদুগ্ধের ঘটনাকে এক বিরল কিন্তু বাস্তব ঘটনা হিসেবেই নিতে হবে, ডাইনি - টাইনির সঙ্গে মিলিয়ে গল্প রটানো অন্যায় হবে।